দানিয়েলের গ্রন্থ - নম্বর একশত নব্বই

ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ক্রেসেন্ডো: পানিয়ামের যুদ্ধের উন্মোচন এবং রবিবারের আইনের পূর্বভূমিকা

Jeff Pippenger

2024-04-20

শেষে প্রবন্ধটি এমন একটি অংশ দিয়ে শেষ হয়েছিল, যেখানে এই অনুচ্ছেদটি ছিল: “অপরাধ প্রায় তার সীমায় পৌঁছেছে। বিভ্রান্তি বিশ্বকে আচ্ছন্ন করছে, এবং খুব শিগগিরই মানবজাতির উপর এক মহাভয় নেমে আসবে। শেষ একেবারে নিকটে। আমরা যারা সত্য জানি, তাদের উচিত সেই ঘটনার জন্য প্রস্তুত হওয়া, যা শীঘ্রই পৃথিবীর উপর এক অভিভূতকর আকস্মিকতার মতো ভেঙে পড়বে।” “অপরাধ” তার সীমায় পৌঁছে যায় যখন পরীক্ষাকালের পাত্র পূর্ণ হয়, এবং যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সেই সীমা রবিবার আইন কার্যকর হলে পৌঁছে যায়।

> কিন্তু খ্রিস্ট ঘোষণা করেছিলেন, আকাশ ও পৃথিবী বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আইনের একটি বিন্দুমাত্রও লুপ্ত হবে না। তিনি যে কাজটি করতে এসেছিলেন, তা ছিল আইনের মর্যাদা উচ্চে তোলা, এবং সৃষ্ট জগতসমূহ ও স্বর্গকে দেখানো যে ঈশ্বর ন্যায়বান, এবং তাঁর আইনের কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এখানে শয়তানের ডানহাতি লোক প্রস্তুত আছে স্বর্গে শয়তান যে কাজ শুরু করেছিল—ঈশ্বরের আইন সংশোধন করার চেষ্টা—তা এগিয়ে নিয়ে যেতে। আর খ্রিস্টীয় জগৎ পোপতন্ত্রের এই সন্তান—রবিবারের প্রতিষ্ঠান—গ্রহণ করে তার প্রচেষ্টাকে সমর্থন দিয়েছে। তারা এটিকে লালন করছে, এবং লালন করতে থাকবে, যতক্ষণ না প্রোটেস্ট্যান্টধর্ম রোমের ক্ষমতার সঙ্গে সহভ্রাতৃত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়। তখন ঈশ্বরের সৃষ্টির বিশ্রামদিনের বিরুদ্ধে একটি আইন হবে, এবং তখনই ঈশ্বর ‘পৃথিবীতে এক অদ্ভুত কাজ করবেন।’ তিনি মানবজাতির হঠকারিতার সঙ্গে দীর্ঘকাল ধৈর্য ধরেছেন; তিনি তাদের নিজের কাছে টানার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সময় আসবে যখন তারা তাদের অধর্মের মাত্রা পূর্ণ করবে; তখনই ঈশ্বর কাজ করবেন। এই সময় প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। ঈশ্বর জাতিগোষ্ঠীর হিসাব রাখেন; স্বর্গের বইপত্রে তাদের বিরুদ্ধে অঙ্কগুলো দিনকে দিন বেড়ে চলেছে; এবং যখন এমন একটি আইন হয়ে যাবে যে সপ্তাহের প্রথম দিন লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে, তখন তাদের পেয়ালা পূর্ণ হবে। রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ৯ মার্চ, ১৮৮৬।

রবিবারের আইনে যুক্তরাষ্ট্র তার পেয়ালা একেবারে পূর্ণ করে ফেলবে, এবং জাতীয় ধর্মত্যাগের পরপরই জাতীয় ধ্বংস নেমে আসবে। আমরা যে অনুচ্ছেদটি বিবেচনা করছি তা বলে, "অপরাধ প্রায় তার সীমায় পৌঁছেছে," "এবং অচিরেই মানবজাতির উপর এক মহা সন্ত্রাস নেমে আসবে।" রবিবারের আইনের সময়, যা প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে "মহা ভূমিকম্পের সময়" হিসেবে উল্লেখ আছে, তখন "শহরের দশমাংশ পতিত হলো", এবং "দেখ, তৃতীয় হায় শীঘ্রই আসছে", এবং "সপ্তম স্বর্গদূত তূর্যধ্বনি করিল"। তৃতীয় হায় হলো সপ্তম তূর্য, এবং তা "মহা সন্ত্রাস" নিয়ে রবিবারের আইনের সময় উপস্থিত হয়। সেই সময় "সমাপ্তি খুবই নিকটে", এবং তা আসে "এক অভিভূতকর বিস্ময়" হিসেবে। রবিবারের আইনে পোপতন্ত্রের জন্যও পরীক্ষাকালীন সময়ের পেয়ালাটি পূর্ণ হয়ে যায়, কারণ তখন প্রকাশিত বাক্য আঠারো অধ্যায়ের দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর ঘোষণা করে, "হে

আমার লোকেরা, তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসো, যাতে তোমরা তার পাপসমূহে অংশ না নাও, এবং তার বিপদসমূহ গ্রহণ না করো। কারণ তার পাপ স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছেছে, এবং ঈশ্বর তার অধর্মসমূহ স্মরণ করেছেন। সে যেমন তোমাদের প্রতিদান দিয়েছে, তেমনি তোমরা তাকে প্রতিদান দাও; তার কাজমতো তাকে দ্বিগুণ, দ্বিগুণ প্রতিদান দাও; যে পেয়ালাটি সে পূর্ণ করেছে, তাতে তার জন্য দ্বিগুণ ভরে দাও।"

সেই ইতিহাসের সূচনা হয় রবিবারের আইনে, এবং এটি এমন এক প্রতীকী সময়পর্বকে চিহ্নিত করে যখন পোপতন্ত্র "মহা ক্রোধ নিয়ে ধ্বংস করতে অগ্রসর হবে, এবং বহুজনকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করবে," কারণ "শেষ দিনগুলোতে বহু শহীদ হবে।" যা পোপতন্ত্রকে ক্রোধান্ধ করে তোলে তা হলো "পূর্ব দিক ও উত্তর দিক থেকে আসা সংবাদ" যা "তাকে বিচলিত করবে," কিন্তু "সে তার পরিসমাপ্তিতে উপনীত হবে, এবং কেউ তাকে সাহায্য করবে না।" রবিবারের আইন দিয়ে ঈশ্বরের কার্যনির্বাহী বিচারের প্রথম পর্যায় শুরু হয় এবং তা পোপতন্ত্রের অবসান পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। এর পর আসে দ্বিতীয় পর্যায়, যা হলো শেষ সাতটি মহামারী, এবং শেষ পর্যন্ত হাজার বছরের সহস্রাব্দের সমাপ্তিতে দুষ্টদের চিরন্তন বিনাশ। ঈশ্বরের কার্যনির্বাহী বিচারের ইতিহাস যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে স্থাপিত হয়েছে।

> আমরা মহান ও গম্ভীর ঘটনাবলির দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। ভবিষ্যদ্বাণীগুলি পূর্ণ হচ্ছে। স্বর্গের পুস্তকসমূহে অদ্ভুত, ঘটনাবহুল ইতিহাস লিপিবদ্ধ হচ্ছে। আমাদের জগতে সবকিছুই আলোড়িত হচ্ছে। যুদ্ধ আছে, এবং যুদ্ধের গুজব রয়েছে। জাতিসমূহ ক্রুদ্ধ, এবং মৃতদের বিচার হওয়ার সময় এসে গেছে। ঈশ্বরের সেই দ্রুত আগত দিনটিকে সামনে আনতে ঘটনাগুলো বদলাচ্ছে। মনে হয় যেন আর কেবল মুহূর্তমাত্র সময়ই অবশিষ্ট। তবুও, যদিও ইতোমধ্যে জাতি জাতির বিরুদ্ধে, রাজ্য রাজ্যের বিরুদ্ধে উঠছে, এখনও সর্বাত্মক যুদ্ধ বাঁধেনি। এখনও পর্যন্ত চার বাতাস ধরে রাখা হয়েছে, যতক্ষণ না ঈশ্বরের দাসেরা তাদের কপালে সীলপ্রাপ্ত হন। তারপর পৃথিবীর শক্তিগুলি তাদের বাহিনী সমবেত করবে শেষ মহাযুদ্ধের জন্য। Christian Service, 50, 51.

ঈশ্বর এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সীল দেন এবং তারপর তাঁর অন্য পালকে বাবিলন থেকে বের হতে ডাকেন, এবং সেই অন্য পালও ঈশ্বরের সীল গ্রহণ করে, যদিও তারা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের বিপরীতে 'বৃহৎ জনসমষ্টি' হিসেবে উপস্থাপিত হয়। পূর্ববর্তী উদ্ধৃতিতে যে মূল বিষয়টি দেখা উচিত, তা হলো: 'ঈশ্বরের দাসদের ললাটে সীল না লাগা পর্যন্ত চারটি বাতাস ধরে রাখা হয়।' রবিবারের আইন কার্যকর হওয়ার সময় এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার সীলপ্রাপ্ত হয়ে গেছে, 'আর দেখ, তৃতীয় বিপদ দ্রুত আসছে', তবুও ঈশ্বরের অন্য পালটির শেষজন সীল না পাওয়া পর্যন্ত চারটি বাতাস সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেওয়া হয় না।

> জাতিসমূহ এখন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে, কিন্তু যখন আমাদের মহাযাজক পবিত্রস্থানে তাঁর কাজ শেষ করবেন, তখন তিনি উঠে দাঁড়াবেন, প্রতিশোধের পোশাক পরিধান করবেন, এবং তারপর শেষ সাতটি মহামারী ঢেলে দেওয়া হবে। আমি দেখলাম যে চারজন স্বর্গদূত পবিত্রস্থানে যীশুর কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত চারটি বাতাস ধরে রাখবেন, এবং তারপর আসবে শেষ সাতটি মহামারী। রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ১ আগস্ট, ১৮৪৯।

আমরা যার "দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি" এমন "মহান ও গম্ভীর ঘটনাবলি"কে "যুদ্ধসমূহ এবং যুদ্ধের গুজব" হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এটি এমন সময়ে ঘটছে বলে উপস্থাপিত হয়েছে, যখন "আমাদের পৃথিবীর সবকিছুই অস্থিরতার মধ্যে," যখন জাতিসমূহ "ইতিমধ্যেই জাতির বিরুদ্ধে উঠছে।" পানিয়াম দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ের পনেরো নম্বর পদে বর্ণিত "বিস্ময়কর ও ঘটনাবহুল ইতিহাস"কে প্রতিনিধিত্ব করে, যা অগ্রসর করে এবং সূচনা করে

ষোল নম্বর পদকে, যা হলো রবিবারের আইন, যেখানে "সামগ্রিক মোকাবিলা" শুরু হয়, যেখানে "পৃথিবীর সব শক্তি" শেষ মহান যুদ্ধের জন্য তাদের বাহিনী সমবেত করে। ওই "শেষ মহান যুদ্ধ" তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, এবং তা খ্রিষ্টপূর্ব ৩১ সালের অ্যাক্টিয়ামের যুদ্ধ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে।

দানিয়েলে অধ্যায় ১১-এর চল্লিশ নম্বর পদের গোপন ইতিহাসকে প্রথম ও দ্বিতীয় পদ, এবং দশ থেকে পনেরো নম্বর পদ উপস্থাপন করে। চল্লিশ নম্বর পদ ১৭৯৮ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ও অ্যাডভেন্টিজমের ইতিহাস চিহ্নিত করে। এরপর তা নীরব থাকে, যতক্ষণ না বাইবেলীয় ভাববাণীর ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের অবসান এবং লাওদিকীয় সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চকে উগরে ফেলে দেওয়ার বিষয়টি একচল্লিশ নম্বর পদের ঘটনায় প্রকাশ পায়; যা রবিবারের আইন, এবং যা পদ ষোলেও আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পদ ১৯৮৯ সালে শেষ সময়কে চিহ্নিত করে এবং সেই সময় থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টদের ধারাবাহিকতা দেখায়, সেই ষষ্ঠ ধনী প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত, যিনি শয়তানি গ্লোবালিস্টদের উসকে দেন। দ্বিতীয় পদ ইতিহাসকে ২০১৬ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনের পর্যায়ে নিয়ে আসে, আর তৃতীয় পদ আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত দশ রাজার ইতিহাস তুলে ধরে—যিনি বাইবেলীয় ভাববাণীর সপ্তম রাজ্য—যারা আসন্ন রবিবার আইন সংকটে নিজেদের রাজ্য পোপত্বের হাতে সমর্পণ করবে।

দশম পদটি ১৯৮৯ সালকে শেষ সময় হিসেবে চিহ্নিত করে সমাপ্ত হয়, এবং একাদশ ও দ্বাদশ পদ ইউক্রেনের যুদ্ধকে উপস্থাপন করে, যেখানে বলা হয়েছে যে পুতিন ও রাশিয়া যুদ্ধটি জিতবে, তবে তাদের এই জয়ে তারা উপকৃত হবে না। ইউক্রেনের যুদ্ধ ২০১৪ সালে শুরু হয়, যা ট্রাম্পের প্রথম প্রচারাভিযান শুরুর এক বছর আগে। এই পদগুলি ডোনাল্ড ট্রাম্পের (রাজনৈতিক) পুনরুত্থানের দিকে নিয়ে যায়, যখন তিনি অষ্টম প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য তাঁর তৃতীয় প্রচারাভিযান শুরু করেন, অর্থাৎ সাতজনের মধ্য থেকে উদ্ভূত অষ্টম হিসেবে। ত্রয়োদশ পদ ট্রাম্পের রাজনৈতিক সংগ্রামকে চিহ্নিত করে, যা পঞ্চদশ পদে প্যানিয়ামে তাঁর জয়ের পূর্বে ঘটে, এবং চতুর্দশ পদ প্যানিয়ামের যুদ্ধ চলাকালীন, পঞ্চদশ পদে তাঁর জয় পর্যন্ত যে ইতিহাস ঘটে, তা বর্ণনা করে—সেই ইতিহাস, যখন অধর্মের মানুষ রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। যখন পোপতন্ত্র ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসে হস্তক্ষেপ করে, তখন টাইরের ব্যভিচারিণী গান গাইতে শুরু করে এবং দর্শনটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ্রিস্টপূর্ব ২০০ সালে পানিয়ামে বিজয়ের পর, খ্রিস্টপূর্ব ১৬৭ সালে মোদিইনে মাক্কাবীয়দের ‘বিদ্রোহ’ (অর্থাৎ প্রতিবাদ) নামের মাইলফলকটি ঘটে। খ্রিস্টপূর্ব ১৬৪ সালে মাক্কাবীয়রা মন্দিরটি পুনঃউৎসর্গ করেন, এবং অ্যান্টিওকাস এপিফ্যানিসের মৃত্যু ঘটে, যা গ্রিক ধর্মীয় প্রভাবের বিরুদ্ধে মাক্কাবীয়দের সংগ্রামে এক মোড়-ফেরানো মুহূর্তকে চিহ্নিত করে। খ্রিস্টপূর্ব ১৬১ থেকে ১৫৮ সালের মধ্যে মৈত্রীচুক্তিতে প্রবেশের কাজটি শুরু হয়ে চূড়ান্ত করা হয়। পনেরো থেকে তেইশ নম্বর পদে বর্ণিত ইতিহাসের মধ্যে হাসমোনীয় বংশে সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মাইলফলকগুলো পুনরাবৃত্ত হয়।

তেইশ নম্বর পদে রোমের সঙ্গে ‘চুক্তি’র উল্লেখটি সরাসরি; কিন্তু পনেরো নম্বর পদে খ্রিস্টপূর্ব 167, 164, 161 ও 158 সালের চারটি মাক্কাবি মাইলফলক কেবল তখনই দেখা যায়, যখন ‘চুক্তি’র ইতিহাস সেই পদের সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়। ষোলো নম্বর পদে পম্পেই যখন জেরুসালেম জয় করেন, তখন তিনি শহরের ভেতরে চলমান এক গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হন, এবং বিরোধী দুই পক্ষই হাসমোনীয় রাজবংশের বিভক্ত উপদল ছিল। সুতরাং ষোলো

নম্বর পদের ইতিহাসেও মাক্কাবিরা রয়েছে।

পদ ২০ খ্রিস্টের জন্মকে চিহ্নিত করে এবং পদ ২১ ও ২২ খ্রিস্টের মৃত্যুর ইতিহাসকে চিহ্নিত করে; অতএব সেই ইতিহাসে ফারিসীদের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব পাওয়া হাসমোনীয় রাজবংশের ধারাবাহিকতা রয়েছে। পদ ১৫ থেকে ২৩ পর্যন্ত আক্ষরিক মহিমাময় দেশে এবং ঈশ্বরের যিহূদীয় ধর্মত্যাগী জনগণকে চিহ্নিত করা হচ্ছে, যারা তাঁর সত্যের রক্ষক হওয়ার দাবি করত, কিন্তু তারা যেমন ঈশ্বরের প্রতিনিধি ছিল না, তেমনই ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদও নয়।

সিস্টার হোয়াইট আমাদের জানান যে "দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ের পূর্তিতে যে ইতিহাস সংঘটিত হয়েছে, তার বহু অংশ আবার পুনরাবৃত্ত হবে।" হাসমোনীয় রাজবংশ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা ভাববাণীর রেখাটি সেই ভাববাণীর রেখাকেই নির্দেশ করে যা প্রোটেস্ট্যান্টবাদের ধর্মত্যাগী শিংকে চিত্রিত করে, যা শুরু হয় ষষ্ঠ সর্বাধিক ধনী রাষ্ট্রপতির নেওয়া তৃতীয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনী প্রচারণা থেকে। ট্রাম্প রাষ্ট্রপতি পদের জন্য তিনবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন; প্রথমবার ও শেষবার তিনি বিজয়ী হন, কিন্তু দ্বিতীয়বার সংখ্যা তেরো দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা বিদ্রোহ ২০২০ সালের চুরি হওয়া নির্বাচনের পরিচয় দেয়। তখন পৃথিবী দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে যায়—এক শ্রেণি ২০২০ সালকে দেখতে পারে, আরেক শ্রেণি অন্ধ। এটি পশুর প্রতিমূর্তি গঠনের মধ্যে অ্যাডভেন্টিস্টদের জন্য পরীক্ষাকালের সমাপ্তির পূর্ববর্তী মহা পরীক্ষাকে প্রতীকায়িত করে।

> "ইতিমধ্যেই প্রস্তুতিগুলি অগ্রসর হচ্ছে, এবং নানা আন্দোলন চলছে, যা শেষ পর্যন্ত পশুর একটি প্রতিমূর্তি নির্মাণে পরিণত হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনাবলি ঘটানো হবে, যা এই অন্তিম দিনগুলির জন্য ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্বাভাসগুলিকে পূর্ণ করবে।" Review and Herald, ২৩ এপ্রিল, ১৮৮৯.

অগ্রসরমান "প্রস্তুতিগুলি", এখন "চলমান" "আন্দোলনসমূহ", এবং "ঘটনাবলি"—"যেগুলো পশুর প্রতিমূর্তি গঠনে পরিণত হবে" এবং "যা এই শেষ দিনের জন্য করা ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে পূর্ণ করবে"—এর মধ্যে দানিয়েল গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের পনেরো থেকে তেইশ পদে বর্ণিত হাসমোনীয় রাজবংশের পথচিহ্নসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ধর্মত্যাগী হাসমোনীয় রাজবংশ, যা ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদের প্রতিনিধিত্ব করে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাক্ষ্যে বোনা রয়েছে, সেই ষষ্ঠ এবং অষ্টম রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট, যিনি নতুন বিশ্বব্যবস্থার "ওক-ইজম"-এর বিরুদ্ধে তাঁর "মাগা-ইজম"কে উসকে দেন ও কাজে লাগান।

ট্রাম্পের সাক্ষ্য দানিয়েল অধ্যায় ১১-এর দ্বিতীয় পদে ২০২০ সাল পর্যন্ত পৌঁছায়, এবং তাতে তার প্রচারণা ও প্রথম মেয়াদ অন্তর্ভুক্ত। তারপর ১৩ থেকে ১৫ পদে তার তৃতীয় ও শেষ প্রচারণা, বিজয় এবং শেষ মেয়াদ চিহ্নিত করা হয়েছে। দুই মেয়াদের মাঝখানে, প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় ১১-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে রিপাবলিকান শিংটি নিহত হয়েছিল এবং সাড়ে তিন দিন রাস্তায় মৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। ট্রাম্পের ইতিহাসের সেই ধারা দানিয়েল অধ্যায় ১১-এ তার রাষ্ট্রপতিত্বের শুরু ও শেষকে একসূত্রে গেঁথে দেয়। অতএব, ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাক্ষ্য দানিয়েল ও প্রকাশিত বাক্য উভয় গ্রন্থেই রয়েছে, এবং উভয় গ্রন্থেই তা অধ্যায় ১১-তে অবস্থিত।

তিনটি আংশিক রেখা একত্র করলে ট্রাম্পের সম্পূর্ণ ইতিহাসকে ষষ্ঠ এবং অষ্টম রাষ্ট্রপতি হিসেবে চিহ্নিত করে, এবং এগুলো "সত্য" এর স্বাক্ষরের উপর ভিত্তি করে

গঠিত। এগুলো দানিয়েল ও প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থ থেকে এসেছে, এবং এমন একটি ইতিহাসের রেখা সৃষ্টি করে যা "দানিয়েলের গ্রন্থের যে অংশ শেষ দিনগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত" তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

দানিয়েলের সেই অংশটিই যিহূদা গোত্রের সিংহ পরীক্ষাকালের সমাপ্তির ঠিক আগে সীল খুলে উন্মোচন করেন, এবং তাই এটি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলকরণের বার্তার একটি উপাদান। কিন্তু ২০২০ সালে দুই সাক্ষীর নিহত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পথচিহ্নগুলো দেখতে আধ্যাত্মিক ২০/২০ দৃষ্টি প্রয়োজন।

দানিয়েল অধ্যায় ১১-এর ১৫ নম্বর পদ পানিয়ামের যুদ্ধ এবং হাসমোনীয় রাজবংশের বংশরেখার প্রতিনিধিত্ব করে, যা একটি বাস্তব যুদ্ধের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছিল; ফলে এটি ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদের ধর্ম ও গ্লোবালিস্টদের নিউ এজ ধর্মের মধ্যকার এক আধ্যাত্মিক যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক দৃষ্টান্তকে প্রতীকায়িত করে। খ্রিস্টপূর্ব ২০০ সালে সংঘটিত পানিয়ামের যুদ্ধটি প্রজাতন্ত্রী শিংয়ের যুদ্ধকে প্রতিনিধিত্ব করে, আর ম্যাকাবীয় বিদ্রোহ দ্বারা প্রতিফলিত সংগ্রামটি ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্ট শিংয়ের যুদ্ধকে প্রতিনিধিত্ব করে। যদিও ম্যাকাবিদের বিদ্রোহ খ্রিস্টপূর্ব ১৬৭ সালে ঘটেছিল, ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে এটি খ্রিস্টপূর্ব ২০০ সালের প্রজাতন্ত্রী শিংয়ের যুদ্ধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষিতে শিংগুলোর ইতিহাস পরস্পরের সমান্তরাল।

পনেরো নম্বর পদটি সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসকে উপস্থাপন করে, যা শিগগির আগত রবিবার আইনের ঠিক আগে ঘটে এবং সেই আইনের দিকেই নিয়ে যায়। অতএব এটি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সিলমোহরের সময়ের সেই নির্দিষ্ট মুহূর্তকে নির্দেশ করে, যখন সিলমোহরের বার্তার অন্তর্নিহিত শক্তি ঈশ্বরের শেষকালের জনগণের উপর চিরস্থায়ীভাবে সিলমোহর আরোপ করে।

সেই সত্যের সীল খুলে দেন যিহূদা গোত্রের সিংহ, আর সেই সত্যই যিশু খ্রিস্টের প্রকাশ। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার তারা, যারা "মেষশাবক যেখানেই যান, তাঁকে অনুসরণ করে," এবং যখন তিনি পনেরো নম্বর পদটির সীল খুলে দেন, তখন যিহূদা গোত্রের সিংহ তাঁর শেষ দিনের জনগণকে পানিয়ুমে নিয়ে গেছেন। ক্রুশের ঠিক আগে যিশু যখন তাঁর শিষ্যদের পানিয়ুমে নিয়ে গিয়েছিলেন, তখনই সীল দেওয়ার প্রক্রিয়ায় তিনি এই কথাটিই উদাহরণসহ দেখিয়েছিলেন।

প্যানিয়ামের যুদ্ধকে খ্রিস্ট বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, যখন তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে প্যানিয়ামে দাঁড়িয়ে সেখানে তাঁদের শিক্ষা দিয়েছিলেন যে তাঁর গির্জা পিতরের স্বীকারোক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং 'পাতালের দরজা' তার বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না। যিশু প্যানিয়ামের যুদ্ধ যে সংঘাতকে প্রতিনিধিত্ব করে, সেটিকেই চিহ্নিত করছিলেন। প্যানিয়ামের যুদ্ধ পনেরো নম্বর পদ, আর ষোল নম্বর পদ হলো অ্যাক্টিয়ামের যুদ্ধ। তাঁর মৃত্যুর ঘটনা ঘটার ঠিক আগে খ্রিস্ট প্যানিয়ামে দাঁড়িয়েছিলেন।

পানিয়াম থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত সময়কালটি হলো পৃথিবীর পশুর দুই ধর্মত্যাগী শিং—প্রোটেস্ট্যান্টবাদ ও রিপাবলিকানবাদ—এর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংগ্রামের ইতিহাস। ২০২০ সালে তারা উভয়েই অতল গহ্বর থেকে উঠে আসা নাস্তিক জন্তুর আক্রমণের শিকার হয়েছিল, এবং গ্লোবালিজমের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দেবতাদের বিরুদ্ধে এই দুই শিংয়ের যুদ্ধ একাদশ থেকে ষোড়শ পদ পর্যন্ত ইতিহাসে উপস্থাপিত হয়েছে।

২০১৪ সালে শুরু হওয়া ইউক্রেনে যুদ্ধ থেকে শুরু করে, ২০১৫ সালে শুরু হওয়া ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম প্রেসিডেন্টে নির্বাচনী প্রচারাভিযান, ২০২০ সালে দুই শিং-এর মৃত্যু, ২০২৩ সালের পুনরুত্থান, এবং ১৫ নভেম্বের, ২০২২-এ শুরু হওয়া ট্রাম্পের তৃতীয় প্রচারাভিযান—এইসবের ধারাবাহিকতায় ইতিহাস আমাদেরকে তেরো থেকে পনেরো পদে নিয়ে যায়। সেই পদগুলিতে ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাক্যের দ্বারা উদ্ঘাটিত ইতিহাস, এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সীলমোহর করে এমন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সত্যগুলির প্রতিনিধিত্ব করে।

সেই সত্যগুলি মথির ষোলো ও সতেরো অধ্যায়ে, কাইসারিয়া ফিলিপ্পিতে খ্রিষ্টের সফরের মাধ্যমে উদাহৃত হয়েছে। ঐ পদসমূহে, পাপের মানুষ তূরের বেশ্যার গান গেয়ে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসে ফিরে আসে, এবং এর মাধ্যমে দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করে; ফলে ঐ পদগুলি মধ্যরাত্রির আর্তধ্বনির প্রেক্ষাপটে স্থাপিত হয়, কারণ যেখানে দর্শন নেই সেখানে লোকেরা নাশ হয়।

> যেখানে দর্শন নেই, সেখানে লোকেরা বিনষ্ট হয়; কিন্তু যে ব্যবস্থা পালন করে, সে ধন্য। হিতোপদেশ 29:18।

যাদের চোখ আছে, কিন্তু দেখতে চায় না, আর যাদের কান আছে, কিন্তু শুনতে অস্বীকার করে, তারা সেই মূর্খ লাওদিকিয়ার কুমারীরা, যাদের কাছে "তেল" নেই। "তেল" হলো জ্ঞানের বৃদ্ধি, যা উৎপন্ন হয় যখন পরীক্ষাকাল বন্ধ হওয়ার ঠিক আগে যীশু খ্রিস্টের প্রকাশিত বাক্যের মোহর খোলা হয়; এবং হোশেয়ো অনুসারে, যারা জ্ঞানকে অগ্রাহ্য ও প্রত্যাখ্যান করে, সেই ঈশ্বরের লোকেরা ধ্বংস হবে।

> আমার প্রজা জ্ঞানের অভাবে বিনষ্ট হচ্ছে; কারণ তুমি জ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করেছ, আমিও তোমাকে প্রত্যাখ্যান করব, যাতে তুমি আমার জন্য যাজক না হও; যেহেতু তুমি তোমার ঈশ্বরের ব্যবস্থা বিস্মৃত হয়েছ, আমিও তোমার সন্তানদের বিস্মৃত হব। হোসেয়ো ৪:৬।
>
> প্রভুর বাক্য আবার আমার কাছে এল, এই বলে, “মানবপুত্র, তুমি এক বিদ্রোহী গৃহের মাঝখানে বাস কর; তাদের চোখ আছে দেখতে, তবু তারা দেখে না; তাদের কান আছে শুনতে, তবু তারা শোনে না; কারণ তারা এক বিদ্রোহী গৃহ।” ইজেকিয়েল ১২:১, ২।
>
> তিনি বললেন, যাও, এই জাতিকে বলো: ‘তোমরা শুনতে থাকো না; দেখতে অনুধাবন করো না।’ এই জাতির হৃদয়কে স্থূল করো, তাদের কান ভারী করো, তাদের চোখ বন্ধ করো; যেন তারা চোখ দিয়ে না দেখে, কান দিয়ে না শোনে, হৃদয় দিয়ে না বোঝে, এবং ফিরে না আসে ও আরোগ্য না পায়। ইশাইয়া ৬:৯-১০।
>
> তখন শিষ্যরা এসে তাঁকে বলল, আপনি কেন তাদের সঙ্গে দৃষ্টান্তে কথা বলেন? তিনি উত্তর দিয়ে তাঁদের বললেন, কারণ স্বর্গরাজ্যের রহস্যসমূহ জানতে তোমাদের দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের দেওয়া হয়নি। যার আছে, তাকে আরও দেওয়া হবে, এবং তার প্রাচুর্য হবে; কিন্তু যার নেই, তার কাছ থেকে যা কিছু আছে তাও কেড়ে নেওয়া হবে। এই কারণেই আমি তাদের সঙ্গে দৃষ্টান্তে কথা বলি; কারণ তারা দেখেও দেখে না, আর শুনেও শোনে না, এবং বোঝেও না। আর তাদের মধ্যে যিশাইয়ার সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, তোমরা শুনে শুনবে, কিন্তু বুঝবে না; দেখে দেখবে, কিন্তু উপলব্ধি করবে না। কারণ এই লোকদের হৃদয় কঠোর হয়ে গেছে, তাদের কান শুনতে ভারী হয়েছে, আর তারা তাদের চোখ বন্ধ করে দিয়েছে; যাতে তারা কখনও চোখ দিয়ে না দেখে, কান দিয়ে না

শোনে, হৃদয় দিয়ে না বোঝে, আর ফিরে না আসে, আর আমি তাদের আরোগ্য না করি। কিন্তু ধন্য তোমাদের চোখ, কারণ তারা দেখে; আর তোমাদের কান, কারণ তারা শোনে। কারণ আমি সত্যিই তোমাদের বলছি, অনেক নবী ও ধার্মিক লোক যেগুলো তোমরা দেখছ সেগুলো দেখতে আকাঙ্ক্ষা করেছেন, তবু দেখেননি; আর যেগুলো তোমরা শুনছ সেগুলো শুনতে আকাঙ্ক্ষা করেছেন, তবু শোনেননি। মথি ১৩:১০–১৭।

"১৮৪০–১৮৪৪ সাল থেকে প্রদত্ত সমস্ত বার্তা এখন শক্তিশালীভাবে উপস্থাপন করতে হবে, কারণ অনেক লোক তাদের পথনির্দেশে হারিয়ে ফেলেছে। এই বার্তাগুলি সমস্ত মণ্ডলীর কাছে পৌঁছাতে হবে। "

"খ্রীষ্ট বলেছিলেন, 'ধন্য তোমাদের চোখ, কারণ তারা দেখে; এবং তোমাদের কান, কারণ তারা শোনে। কারণ আমি তোমাদের সত্যই বলছি, অনেক ভাববাদী ও ধার্মিক ব্যক্তি তোমরা যা দেখছ তা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু দেখেনি; এবং তোমরা যা শুনছ তা শুনিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু শুনেনি' [Matthew 13:16, 17]। ধন্য সেই চোখ, যাহারা 1843 ও 1844 সালে দেখা বিষয়গুলি দেখিয়াছিল।"

"বার্তাটি প্রদান করা হয়েছে। এবং এই বার্তাটি পুনরাবৃত্তি করিতে কোনো বিলম্ব হইবে না, কারণ সময়ের লক্ষণসমূহ পরিপূর্ণ হইতেছে; সমাপ্তিকালের কার্য অবশ্যই সম্পন্ন হইবে। অল্প সময়ের মধ্যেই এক মহান কার্য সম্পন্ন হইবে। অতি শীঘ্রই ঈশ্বরের নিযুক্ততিে একটি বার্তা প্রদান করা হইবে, যাহা স্ফীত হইয়া উচ্চ রবের মধ্যে পরিণত হইবে। তখন দানিয়েল আপন অংশে দাঁড়াইবেন, আপন সাক্ষ্য প্রদান করিবার জন্য।" Manuscript Releases, খণ্ড ২১, ৪৩৭।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত বাক্য, যা ঈশ্বর তাঁকে দিয়েছিলেন, যেন তিনি তাঁর দাসদের সেই সকল বিষয় দেখান, যেগুলি শীঘ্রই ঘটিতে হইবে; এবং তিনি আপন স্বর্গদূতের দ্বারা তাহা প্রেরণ করিয়া আপন দাস যোহনের নিকট সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ করিলেন। যোহন ঈশ্বরের বাক্যের, যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্যের, এবং তিনি যাহা যাহা দেখিয়াছেন, সেই সমস্ত বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। ধন্য সে, যে পাঠ করে, এবং তাহারা, যাহারা এই ভাববাণীর বাক্যসমূহ শ্রবণ করে, এবং ইহাতে যাহা যাহা লিখিত আছে, তাহা পালন করে; কারণ সময় সন্নিকিট। প্রকাশিত বাক্য ১:১–৩।